Looptoop

প্রথম পাতা বিনোদন ছোট গল্প এডিটর'স চয়েস সোশ্যালে সিনে

Home › বিনোদন › টলিউড › বলিউড-টলিউডের তরুণ তুর্কীরা একসাথে হলেন #হোমকামিং-এর জন্য..

Looptoop Exclusive বিনোদন টলিউড

বলিউড-টলিউডের তরুণ তুর্কীরা একসাথে হলেন #হোমকামিং-এর জন্য..

By **দীপ ভট্টাচার্য** - March 19, 2020

4407

সব বাঙালীর কাছেই প্রথম প্রেম বোধহয় শহর কলকাতা! আর সেই শহরকে প্রেমনিবেদন করতে চায় না এমন

বাঙালীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর! নিজের শহর কলকাতাকে ভালোবেসে এমন-ই এক ছবি তৈরী করছেন অভিনেতা-পরিচালক **সৌমজিৎ মজুমদার**! এই ছবির লেখক এবং পরিচালক হওয়ার সাথে সাথে ছবির প্রযোজনার দায়িত্বেও রয়েছেন সৌমজিৎ নিজেই। কারণ তার মনে হয়েছিল তার নিজের গল্পটা নিজের মতোন করে বলতে গেলে সব থেকে আগে প্রয়োজন স্বতন্ত্রতা, যেটা অন্য কোনো প্রযোজকের থেকে পাওয়া হয়তো সম্ভব হতো না। তার ছবির **#হোমকামিং**-এর ক্যারেক্টার ফার্স্টলুক মুক্তি পেল এক্সক্লুসিভলি লুপটুপে!

লুপটুপের সাথে দেখে নিন #হোমকামিং-এর ক্যারেক্টারদের তালিকা!

পরিচালক সৌম্যজিৎ মজুমদার

সায়নী গুপ্ত -শ্রী

বর্তমানে স্বতন্ত্র এবং অন্যধারার বাংলা ছবিতে সাড়া ফেলে দেওয়া একজন অভিনেত্রী সৃষ্টি ওরফে শ্রী! শ্রীর প্রতিভার বিচ্ছুরণ কিন্তু শুরু আমরার হাত ধরেই, শুভর পরিচালিত একটা নাটকে অন্য অভিনেত্রীর লাস্ট মিনিট রিপ্লেসমেন্ট হয়ে এলেও পরবর্তিকালে শ্রীর দাপুটে অভিনয় আমরার অন্যতম সম্পদ হয়ে ওঠে। কিন্তু শ্রীকে যারা মঞ্চে দেখেছে, তাদের অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে এই **#ইন্ডিঅভিনেত্রী**-র অভিনয় ক্ষমতা এবং রেঞ্জ সঠিক ভাবে ব্যবহার করে উঠতে পারেনি কেউ।

তুষার পান্ডে-শুভ

দক্ষিণ কোলকাতার ভীষণভাবে মধ্যবিত্ত পরিবারে বড় হয়ে ওঠা ছেলে শুভ বরাবর বিশ্বাস করে যে স্বপ্ন কখনো মধ্যবিত্ত হতে পারে না- আর স্বপ্ন সত্যি করার জন্য যে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়, সেটাও জানে ও। শুভ থিয়েটারের মাধ্যমে এটা বারবার বলেছেও- সে নির্দেশক হিসেবে থিয়েটারের ভাষাকে ভেঙেছে গড়েছে নিজের মতো করে- নিজের প্রজন্মের চাপা যন্ত্রণার গল্প বলেছে নাটকের মধ্যেদিয়ে। শুভর বাবা নিজে যদিও থিয়েটারের শখ বুকে চেপে মধ্যবিত্ত সংসারের চাপে পড়ে শিক্ষকতা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু শুভর **#ক্ষ্যাপামন** তার লাগামছাড়া স্বপ্নের মাঝে আসতে দেয় না কিছুই। কেরিয়ারের শুরুর দিকে কলেজের বন্ধুদের নিয়ে তৈরী করে নিজের নাট্যদল আমরা কজন। কিন্তু কলেজের পরে সময়ের নিয়মে বাকিরা চাকরি বা উচ্চশিক্ষার চিরাচরিত পথ বেছে নেয়- বন্ধ হয়ে যায় আমরা কজন। কিন্তু শুভ দাঁতে দাঁত চেপে টিকে থাকার অদম্য জেদে তৈরী করে আম আমরা! কোলকাতার স্কুল এবং কলিজ ক্যাম্পাসের একদল ভীষণ পাগলাটে কিন্তু অসম্ভব প্রতিভাবান ছেলেমেয়ে শুভর নেতৃত্বে মঞ্চে, পাব-এ, বুকস্টোরে আছড়ে পরে তাদের বেপরোয়া নাটক নিয়ে। আমরা আক্ষরিক অর্থেই কোলকাতার শিল্প জগতে 'নতুন যৌবনের দুত' হয়ে ওঠে। সেই শুভ যদিও ষময়ের নিয়মে বর্তমানে থিয়েটার থেকে অনেক দূরে,দসে গত কয়েকবছর ধরে বাংলা ছবি এবং ইনডিপেন্ডেন্ট ছবির নিয়মিত অভিনঅভিনেকিন্তু সবষময় নিজের কথা নিজের মতো করে বলতে চাওয়া শুভ কখনো এই মধ্যমেধা সেলিব্রেট করাটা মেনে নিতে পারে না।

হুসেন দালাল-ইমরোজ

পার্কসার্কাসের ব্রডস্ট্রিটে বড় হয়ে ওঠা প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের ক্লাসবাঙ্ক করা এই **#ক্যান্টিনরকস্টার** ছিল আমরার সব বেপরোয়া নাটকের সব বেপরোয়া গানগুলোর দায়িত্বে। উর্দু হোক বা বাংলা হার্টথ্রব ইমরোজের গাওয়া প্রেম আর বিরহের গানগুলো খুব সহজেই কলেজফেস্ট গুলোতে ঝড় তুলত। আর সবার মুখে মুখে ফিরত ইমরোজ আর শ্রীর পাগলপাড়া প্রেমের গল্প। নিজেরা ভীষণ ছন্নছাড়া হয়েও একে অপরের মধ্যে শেকড় খুঁজে পাওয়া এই দুটো মানুষ যদিও তাদের নো কনডিশনড অ্যাপ্লাই সম্পর্ক টেকাতে পারে নি। আলাদা হয়ে গেছে সময়ের চোড়াস্রোতে। আন্ধেরিতে ভাড়ার ফ্ল্যাটে থাকা স্ট্রাগলিং মমিউজিসিয়ানইমরোজ সেই ফেলে আসা সময়ের গানগুলো আর গায় না।

প্লাবিতা বর ঠাকুর-নার্গিস

সি আর পার্কে দাদুদিদার কাছে বড় হওয়া এই মেয়েটি ট্রাভেল ব্লগার এবং স্ল্যাম পোয়েট! সে বলে তার **#শব্দেরস্যুটকেস** টাই নাকি তার ঠিকানা।জে এন ইউ-তে পড়াকালীন সহপাঠিনী বেদোর কাছ থেকে নার্গিস আমরার সমস্ত গল্প শুনেছে। আলাদা হয়ে যাওয়া মালয়ালি ফিল্মমেকার বাবা এবং বাঙালী আর্ট ক্রিটিক মায়ের থেকে ও তথাকথিত ভালোবাসা না পেলেও পেয়েছে একটা ভীষণ স্বকীয় শশিল্পচেতনা আর বাংলা সিনেমা, নাটক, গানের প্রতি একটা অদ্ভুত নাড়ির টান।

সোহম মজুমদার- গোডো

সব্বার ভীষণ প্রিয় এই আপাদমস্তক ভদ্র স্টেজ ম্যানেজারটি ছিল আক্ষরিক অর্থে আমরার মেরুদন্ড। তার বাড়ি 'রাস্তা'তেই রিহার্সাল চলত আমরার। ও নিজে যদিও ইনঞ্জিয়ারিং এবং এম বি এ-য পর অন্য রাস্তা বেছে নিয়ে বিদেশ পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু সান ফ্রান্সিস্কোর নটা-পাঁচটার পুরোদস্তুর কর্পোরেট জীবনের ফাঁকেও এই **#বিদেশীবং**-কে তাড়া করে বেরায় আমরার স্বপ্নটা। ওকে জাগিয়ে রাখে এক অদ্‌ভুত পিছুটান।

তুহিনা দাস- রূপি

স্কুলে পড়ার সময়ে এই **#বর্নবেপরোয়া** টমবয় গোছের, ঠোঁটকাটা, ডাকাবুকো মেয়েটা স্কুলফেস্ট থেকে অ্যানুয়াল প্লে যেকোনো ইভেন্ট অর্গানাইজ করার ব্যাপারে ছিল সিদ্ধহস্ত। কিন্তু শুভ যখন রূপিদের স্কুলের হয়ে একটা অ্যানুয়াল প্রোডাকশান অর্গানাইজ করতে আসে তখন ব্যাকস্টেজের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে নাটকের প্রেমে পড়ে যায় রূপকথা ওরফে রূপি! তারপর থেকে কস্টিউম ইস্ত্রি হোক বা কার্টেন আর বেল সামলনো ওকে ছাড়া আমরার নাটক ভাবাই যেত না। শুভর ফ্রেন্ড গাইড এবং ফিলোজফার রূপি যদিও মার্কেটিং-এর চাকরির সুত্রে শহর ছেড়েছিল। কিছুদিন হলো অসুস্থ বাবার ই এম আই-এর বোঝার পাশে দাঁড়াতে শহরে ফিরেছে।

শুভ্র সৌরভ দাস-পাপাই

গোড়োর পাড়ার "ওয়ান ড্রপ ওয়ান হ্যান্ড" ক্রিকেটের বন্ধু পাপাই গোড়োর ডাকেই আমরা জয়েন করে অ্যাসিসটেন্ট প্রোডাকশান ম্যানেজার হিসেবে। তারপর দলটাকে মনে প্রাণে ভালোবেসে ফেলে আশাহত রোমান্টিকের মতোন! এখনো পাপাই সেই পাড়ার দোকানে **#নস্টালজিয়ায়চুমুক** দিয়ে পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকে। একটাই তাগিদ তার, আবার হয়তো আমরা ফিরবে কোনো একদিন।

পুজারিনী ঘোষ- বেদো

বর্তমানে জে এন ইউ তে আর্ট অ্যান্ড এস্থেটিক্স নিয়ে এম ফিল করছে বেদো। তবে আমরার সময় নাটকের

রিসার্চ থেকে শুরু করে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে শুভর সাথে ট্যালেন্ট স্কাউট করা পুরোটার দায়িত্বে ছিল **#বন্ধুত্বেডক্টরেট** এই মেয়েটি।

শ্রেয়া ভট্টাচার্য-পিয়া #ডিএসএলআরপন্থি

ভীষণ গুণী ফটোগ্রাফার, ভিডিওগ্রাফার এবং বেশ গিটারিস্ট। আমরার প্রত্যেকটা নাটক অবলিলায় ক্যামেরাবন্দি **#ডিএসএলআরপন্থি** পিয়া এখন অন্যশহরে বিজ্ঞাপন সম্পাদনার কাজ করে।

সায়ন ঘোষ- সৃজিত #বাংলাওকবিতা

কলেজের সময় সৃজিতের সাবভার্সিভ কবিতার লাইন ছিল অনেকের কাছেই অ্যান্থেমের মতোন। হাংরি জেনারেশান থেকে নবারুণ হোক বা চন্দ্রিল বাংলা কবিতার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা সেই সৃজিত এখন বাংলা সিনেমারেফর্মায়েশি লিরিসিস্ট।

প্রিয়ঙ্কা মন্ডল-সাহানা #ডিজিটালসাংবাদিক

আমরার প্রথম নাটকের রিভিউ করা সাহানাবাংলার মিডিয়া জগতে পরিচিত কোলকাতার প্রথম আর্ট ব্লগার তথা **#ডিজিটাল সাংবাদিক** হিসেবে। সে একেবারে শুরুর দিন গুলো থেকে নিজের কলমের মাধ্যমে আমরার পাশে থেকেছে।

অপ্রতীম চ্যাটার্জি- দেবোপম #বিজ্ঞাপনবুর্জোয়া

আমরার সেই সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বি এক নাট্যদলের ফাউন্ডার মেম্বার ছিল দেবোপপম এখন সে যদিও **#বিজ্ঞাপনবুর্জোয়া**। তার ক্ষুরধার বুদ্ধি এখন সে প্রয়োগ করে নিজেহাতে ভালোবেসে তৈরীকরা অ্যাড

এজেন্সীতে।

শ্বেতা চৌধুরী-শুভাঙ্গী #আঁকিফুঁকি

আমরা দলের সবচেয়ে অল্পবয়সী রিক্রুট এই ট্যালেন্টেড আর্ট ডিরেক্টর মেয়েটি তখন আমরার যোকোনো নাটকে ইন্সলেশান বা মিউরাল-এর মধ্যেদিয়ে নিজের প্রজন্মের অস্তিত্বসংকটের গল্প বলতো। বর্তমানে বিশ্বভারতীর কলাভবন থেকে মাস্টার্স করা এই মেয়েটির জীবনদর্শন বরাবর-ই ভীষণ সহজসরল এবং **#আঁকিফুঁকি**।

অয়ন ভট্টাচার্য- বাসব #বেসিক্যালিবাবুসোনা

আমরার অন্যতম নিয়োজিতপ্রাণ দর্শক ছিল বাসব। এই **#বেসিক্যালিবাবুসোনা** স্কটিশে চন্দননগর থেকে পড়তে আসা ছেলেটি আমরার বন্দিতার প্রেমে পড়ে যায়। বর্তমানে তারা কেবল বিবাহিত তাই ননয়দুজনেমিলে একটা বেশ সফল ইভেন্টম্যানেজমেন্ট স্টার্টআপ-ও চালায়।

অঙ্গনা রায়-জেন #নিরবনার্ড

আমরার এক অবসেসড দর্শক যে স্কুল জীবন থেকেই আমরা দলের সব কাজ দেখে, এবং সব খবর রাখে! যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইংরাজি বিভাগের ছাত্রী **#নিরবনার্ড** নিজে একজন উঠতি ন্যাটাভিনেত্রী এবং বয়সের ফারাক থাকলেও বেশকিছুদিন হলো রূপির হাতে হাত রেখে জেন নিজের একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য- বনি দা #পার্টিক্র্যাশারপ্রডিউসার

আমরার শুরুর দিকের একটা শো উড়ে এসে জুড়ে বসে স্পনসর করেছিল বনি দা, তাও আবার যা বলেছিল সেটার অর্ধেক দিয়ে! এই চেক বাউন্স করার ব্যাপারে বিখ্যাত **#পার্টিক্র্যাশারপ্রডিউসার** ভদ্রলোকটি। তারপর আমরার সামনে হ্যান্ডসেক আর পিছনে খিস্তি করার ট্রেন্ডটা বজায় রেখেছেন তিনি।

মধুরিমা ঘোষ- বন্দিতা #ননবেঙ্গলিবাঙালী

আমরা দলের অন্যতম খাটিয়ে ব্যাকস্টেজ মেম্বার ছিল এই 'জোগারু' স্কিলের জিনিয়াস আর কস্টিউম-এর দায়িত্ব সামলানো #ননবেঙ্গলিবাঙালী এই মেয়েটি। বর্তমানে বছর চব্বিশের এই সদ্য বিবাহিত গুজরাটি মেয়েটি নিজের স্টার্ট আপ নিয়ে বেজায় ব্যস্ত।

পায়েল রায়- ম্যাডি #মধ্যবিত্তব্‌লুজ

বনিদার সঙ্গে হঠাৎ-ই আমরার পার্টিতে এসে পড়ে মধুপর্ণা ওরফে ম্যাডি। যে এখন তার ম্যাগাজিনের ভিতরের পাতার মডেলিং কেরিয়ার থেকে বেরিয়ে এসেছে। এবং নাকতলার বাড়ির **#মধ্যবিত্তব্‌লুজ** ঝেড়ে ফেলে হোর্ডিং আর গ্লোসাইনের চেনামুখ হতে চায়।

দীপান্বিতা ভট্টাচার্য- অগ্নিজিতা #PRকিয়াতোডরনাক্যায়া

বর্তমানে হায়দ্রাবাদের পি আর এজেন্সিতে কর্মরতা অগ্নিজিতা ফেসবুক ব্যবহার করে আমরাকে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার ফর্মুলাটা খুব সহজেই ক্র্যাক করেছিল, সেই সময় থেকেই সে মনেপ্রাণে একটাই কথা বিশ্বাস করতো **#PRকিয়াতোডরনাক্যায়া**।

অনিরজিৎ হোর- যশ #স্টার্টআড্ডুড

#স্টার্টআপড্ডুড মারোয়ারি বিজনেস ফ্যামিলির ছেলে এবং বরাবর-ই কোলকাতার অপেশাদারিত্ব নিয়ে ভীষণ বিরক্ত। আমরাতে থাকাকালিন অভিনয়ের পাশাপাশি দলের মার্কেটিং আর ব্র্যান্ডিং-এর গুরুত্বটাওরাযশ-ই সামলাতো।

গৌতম সিদ্ধার্থ- স্যান্ডি #ক্যাওরাজিম

#ক্যাওরাজিম-টাই খিদিরপুরের সেন্ট থমাস-এর এই ক্যাওরা ছেলেটার ধর্ম বলা যেতে পারে। আমরাঅন্তপ্রাণ এই ভীষণ ভালো অভিনেতা এখন বাবুবাজারে বাবার গয়নার ব্যবসা সামলায়।

রাজশেখর বসু- প্রণব #theatejoddha

একসময় আমরার হয়ে মঞ্চকাঁপানোর জেদ খুঁজে পাওয়া এই **#থিটেযোদ্ধা** একজন ফুলটাইম থিয়েটার অভিনেতা। বাংলার গ্‌রুপ থিয়েটারের মঞ্চসফল যোগ্য অভিনেতা হয়েও প্রণব আমরার ওই জেদটা এখনো খুঁজে বেরায়।

আতিফ আলি দাগমান- সৌরভ #হিরোহিরোভাব

শুভর মতোই স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে সৌরভ। আমরার জার্নি ওর অনুপ্রেরণা। একটা নবিন নাট্যদল তৈরী করার পরেও সৌরভ সিনেমার জগতের হাতছানি উপেক্ষা করতে পারে না, তারমধ্যেও তার আইডল শুভদার মতোই #হিরহিরোহিরোভাব!

আমন হিরানন্দানি- পাভেল #পাক্কাসিউডো

সৌরভের মতোই আমরা এই নবিন নাট্য পরিচালক এবং অভনেতার অনুপ্রেরণা। তবে **#পাক্কাসিউডো** এই নব্য আঁতেল সেই কথা স্বীকার করতে চায় না কিছুতেই।

দীপ্তার্ক চৌধুরী- ডবি #গিটারগম্ভির

গিটার বাদক হিসেবে তার গুণের তুলনা নেই! আর আমরার সঙ্গে যুক্ত হওয়াও সেই সুত্রেই। ইমরোজের গানে মারাত্মক সব সোলো বাজানো এই #গিটারগম্ভির ছেলেটি এখন একটা বলিউড কভার ব্যান্ডের সঙ্গে বাজায়, আর কখনো কখনো বাংলা সিনেমার গানে শেসান মিউজিসিয়ান হিসেবে কাজ করে।

রূপায়ন পাল- ভোলা #ধোয়াতুলসিপাতা

এই **#ধোয়াতুলসিপাতা** সকলের স্নেহের পাত্র। ওর কাছে আমরা-ই সব ছিল। সে আমরার জন্য সবকিছু করতে পারত। ম্যাটাডোরে মাল তোলা থেকে শুরু করে এজরা স্ট্রিট ঘুরে ঘুরে আলোর পিল্টার কেনা, সবকিছু!

দীপ্তরূপ বসু- ফজি #ড্রপআউটড্রামার

#ড্রপআউটড্রামার এখন নিজের বার্গার টেকঅ্যাওয়ে নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও কলেজ জীবনে আমরা দলের ড্রামার হিসেবে বিশেষ বিখ্যাত ছিল ফজি! এই ছেলেটি স্কুলের চৌকাঠ কখনো না পেরলেও এখনো বিশ্বাস করে শুধুমাত্র দুটো ড্রামস্টিক দিয়ে দুনিয়া বদলানো সম্ভব।

এই সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পর্দায় যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য যে মানুষগুলো অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন অন্যান্য বিভাগে, তাঁদের দেখে নিন এক ঝলকে...